মন্ত্রীবাবু

মন্ত্রীবাবু মন্ত্রীবাবু
করছ তুমি কি?
এই দেখনা লোক ঠকানোর
কল বানিয়েছি।

মন্ত্রীবাবু মন্ত্রীবাবু
করছ তুমি কি?
চার জনকে লেংগি মেরে
চেয়ার কেড়েছি।

মন্ত্রীবাবু মন্ত্রীবাবু
করছ তুমি কি?
অমনি করে একই কথা
আর বলে না ছি!

মন্ত্রীবাবু মন্ত্রীবাবু
টাক্ ডুমাডুম্ ডুম্
নিত্যি নতুন মন্ত্রীসভা
লোক ঠকানোর ধুম।

মন্ত্রী

কারোর গায়ে হিটলারী রঙ,
কেউ বা সমাজতন্ত্রী—
আজকে মালা কালকে জুতো
এই হলো গে মন্ত্রী।
কাল যে আমার বন্ধু ছিল
আজ সে ষড়যন্ত্রী।

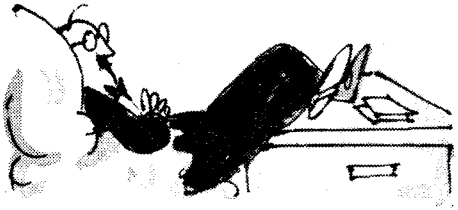

সরকারি চাকরি

চলছে দারুণ ফাইন এ,
কাজ করি আর নাই বা করি
মাস ফুরলেই মাইনে।
সরকারি এক চাকরি আমার,
অফিস গিয়েও যাইনে।
চলছে দারুণ ফাইন এ।

ইনি-উনি

ইনি বলেন আমার তো নয়
ওনার যত দোষ;
সবাই বলে দোষ করেছে
নন্দ গোপাল ঘোষ।
ইনি বলেন, উনি বলেন
ও করেছে চুরি;
420 ও,
হামলা করে গামলা ভরায়
করেছে সেঞ্চুরি
বঙ্কু বদন হোড়।
কেমিস্ট্রিতে পড়েছিলাম
K_2SO_4
এঁরা সবাই 420,
জলজ্যান্ত চোর।

বিধানসভায়

বিধানসভায় হুলো বেড়াল
লোকসভাতে কে?
লোকসভাতে শেয়াল কুকুর
ঝগড়া জুড়েছে।
কে দেখেছে, কে দেখেছে?
সবাই দেখেছে,
সবাই মিলে অনেক করে
বারণ করেছে,
বারণ শুনেও হার মানে না
রগড় বেড়েছে,
ও দাদা বড্ড বেড়েছে,
ঝগড়া বড্ড বেড়েছে।

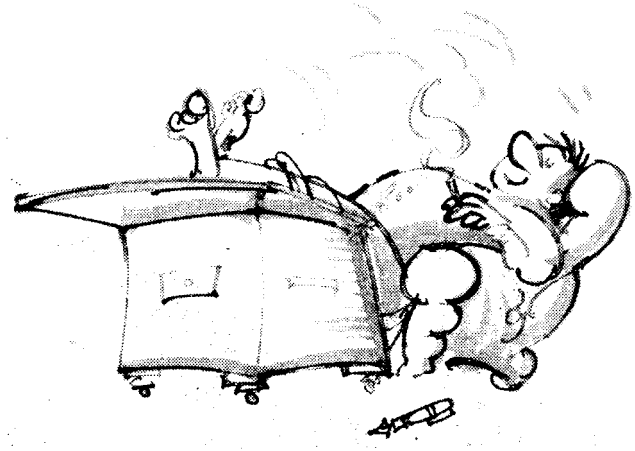

কেয়ার-টেকার

কাজ নেই যার, বেকার,
চেক করলেই চেকার,
সকল কাজেই অযত্ন যাঁর
তিনিই কেয়ার-টেকার।

সত্যিকথা

ইস্কুলে কোনোদিন লেখাপড়া হয় না,
সত্যি কখনো জেনো উকিলেরা কয় না।
গোয়ালার খাঁটি দুধ জল দিয়ে তৈরি,
ইংরিজি অক্ষরে বল দেখি কই 'ঋ'?
মন্ত্রী-চোখের জল কুমিরের কান্না,
সেকরার দোকানের সুনকল পান্না।
অধ্যাপকেরা সব বুঝে কিছু বলে না,
সুমিষ্ট বাক্যেতে শয়তান গলে না।
সমালোচকের চোখ ফুল ভালবাসে না,
বিদ্‌ঘুটে বর্ষায়-ও কোলাব্যাঙ কাশে না।
পুলিশের সততায় বিশ্বাস রাখো কি?
মাছের বাজারে গিয়ে নিরালায় থাকো কি?
বামনের অভিধানে চাঁদ ধরা অন্যায়,
সাঁড়াশির কাজ কেন হবে নাকো সন্নায়।
লঙ্কাতে টক নেই, ঝাল নেই আমড়ায়,
এই সব চিন্তারা মস্তকে কামড়ায়।

বাজার করা

বিশ্বাস করো, আমি
ভৈরব কুণ্ডু,
বাজার করতে গিয়ে
খোয়া গেছে মুণ্ডু!
এ দেখ পালং শাক,
পোনা মাছ এই যে,
গলা-কাটা দাম, তাই
ধড়ে গলা নেই যে।

আইন

বোলতারা সব পালিয়ে বেড়ায়
মশা-মাছির কাল —
আইন মানেই আর কিছু নয়
ঊর্ণনাভের জাল।

মুখোশ

বাড়ছে বয়স, হচ্ছি যতো দড়
হচ্ছে **মুখোশ** মুখের চেয়েও বড়ো

গুটোচ্ছে **দিন,** করছি জীবন যাপন
মুখোশ এখন মুখের চেয়েও আপন

আসল রামায়ণে

আমিষ খেতো তাই তাড়কার
আর একটি নাম আমিষ্ঠ;
রামের পিতা দশো-ই ছিলেন
আসল পলিগামিষ্ঠ।
ডাকিয়ে অটো রিস্‌কো
নাচতে যেতেন ডিসকো
শূর্পণখা; শুনেই কেন
অমন কোরে ঘামিষ্ঠ?
এসব কথা ঠিক-ই
জানতেন বাল্মীকি।

কিন্তু বিশ্বামিত্র ছিলেন
কিরোর মতন পামিষ্ঠ।
তিনিই ডেকে বাল্মীকিকে
বললেন তুই থামিষ্ঠ।

নইলে বাছা তোমার
বুঝলে দিশি হোমার
ঝুলবে ক্ল্যাসিক, ধোলাই খাবি,
হবেই যে বদনামিষ্ঠ।

নড়ল টনক মনে,
এসব কথা বাদ গেল তাই
আসল রামায়ণে।

কেয়ার নাম

কেয়ার নাম থাকত যদি কেতকী
আমার কিছু আসত কিংবা যেত কি?
নাম তো এখন যায় না নতুন দেয়া!
কেয়ার নাম কেতকী নয় — কেয়া।

শিবরাম

মহৎ হাসির রাজা শিবরাম চক্র,
কথার জিলিপি তিনি বাতচীত বক্র।
বুকের ব্যথার গাছে হাসি যেই ফুটছে,
রামগরুড়ের ছানা তাই দেখে ছুটছে।

হাসির অ্যাটম বোমা ফুটছে ফটাস,
খিল্-খিল্ হেসে বলে কুমড়ো পটাশ—
ও রামগড়ুর তুই বুঝবি আরাম,
একবার পড়ে দেখ কিছু শিব্রাম।

অন্নদাদার ছড়া

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর পথে এলো বান,
অন্নদাদার ছড়া মানেই ঘুম-ভাঙানি গান।
ঘুম-ভাঙানি গান কেন সে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী,
পক্ষিরাজা ঘাস খাবে তাই সবুজ ঘাসের জমি।

অন্নদাদার ছড়া মানেই এক যে ছিল রাজা,
খিদের জ্বালায় চিবুচ্ছিল আস্ত তিলে ভাজা।
পায়রা, বেড়াল, বাঁদর, হাতি, খোকা এবং খুকুর
ছড়ার আসর জমিয়ে তোলে কাঠবেড়ালি কুকুর।

কেশ নগরের মশায় মশাই হুল ফোটালো ঠোঁটে,
অমনি কেমন মুড়িয়ে গেল আমার ছড়ার নোটে।

ব্যক্তিত্ব সংবাদ

বায়রন আয়রন ডাম্বেল হাতে নিয়ে
ক্যাম্বেল বড় ভালবাসতেন,
ওনাকে দেখতে নাকি পাশের বস্তি থেকে
জি. বি. এস. রেগুলার আসতেন।
চেষ্টার কিলো নয়, চেষ্টারটন তিনি
সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব।
টন টন ওজনের চেষ্টারটন নিয়ে
মিল্টন হাটে মাঠে ঘুরতো।
একদিন ইয়েভেতুশেঙ্কোর সিগারেট
দশখানা কাঠিতেও জ্বলেনি,
বার্জিলিয়াস বলে পাস্কেল কোনো দিন
মুখ ফুটে রাস্কেল বলেনি।